দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 19 MAY 2003
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সমান করা হচ্ছে

—শিক্ষামন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার ঃ মুসলিম এইড বাংলাদেশ গতকাল রবিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সারাদেশের ২৩৫টি বেসরকারী স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসাকে কম্পিউটার এবং ১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক ২-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

শিক্ষামন্ত্রী।

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভবন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সহায়তা প্রদান করেছে। শিক্ষামন্ত্রী ডঃ এম ওসমান ফারুক প্রধান অতিথি হিসেবে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কম্পিউটার ও চেক প্রদান করে বলেন, বর্তমান সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার মধ্য থেকে বৈষম্য দূর করে মাদ্রাসা শিক্ষাকে আরো উন্নত, আধুনিক ও সর্বস্তরে সাধারণ শিক্ষার সমান করার পদক্ষেপ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে মাদ্রাসার ফাযিল ও কামিল শ্রেণীকে ডিগ্রী ও মাষ্টার্সের সমমান করা হচ্ছে এবং মাদ্রাসা উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদেরও বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে টিকিয়ে রেখে একে আরো শক্তিশালী, গতিশীল ও সাধারণ শিক্ষার সমান করার পদক্ষেপে আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠীও সমর্থন দিয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। নৈতিক শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করে শিক্ষামন্ত্রী আরো বলেন, ধর্মবিমুখ ও কর্মবিমুখ শিক্ষার কারণেই আমাদের সমাজে মূল্যবোধের ব্যাপক অবক্ষয় ঘটেছে এবং দুর্নীতির প্রসার হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণের পাশাপাশি তিনি সাধারণ শিক্ষা কারিকুলামেও ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ওপর জোর দেয়া হচ্ছে বলে জানান।

মুসলিম এইড বাংলাদেশের সভাপতি মাওলানা আবদুস সোবহান এমপির সভাপতিত্বে আয়োজিত এ কম্পিউটার বিতরণী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এবাদুর রহমান চৌধুরী, ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল প্রফেসর মাসুরুর রহমান, তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা জয়নাল আবেদীন, মুসলিম এইডের কান্ট্রি ডিরেক্টর এস এম রাশিদুজ্জামান, সিরিয়ার দাতা ইস্টিনিয়ার আলী আলাফ ও আমীর আলসিক, শিশু অধিকার ফোরামের আজগর আলী প্রমুখ।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, দেশে শিক্ষার সম্প্রসারণ ও সংস্কারে বর্তমান সরকার যে কাজ করেছে তাতে দাতাগোষ্ঠী সন্তুষ্ট। প্রাথমিক শিক্ষায় অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। আগে ৩০-৩৫ শতাংশ শিশু স্কুলে যেত। এখন স্কুলগামী শিশুর সংখ্যা হয়েছে ৯৫ শতাংশ।

ডক্টর ওসমান ফারুক আরো বলেন, সারাদেশে বর্তমানে ১ লাখ ৭ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই কম্পিউটার দেয়া প্রয়োজন। তিনি জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০ হাজার কম্পিউটার দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু অনেক প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার সাজিয়ে রাখা হচ্ছে, এটা ঠিক নয়। তিনি শিক্ষার মান বাড়াতে উপযুক্ত শিক্ষাগ্রহণের উপদেশ দেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমরা মাদ্রাসাতেই কম্পিউটার দিচ্ছি। শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এবার এবতেদায়ী মাদ্রাসায় বিনামূল্যে ১৪ কোটি টাকার পাঠ্যপুস্তক দেয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে এটা আরও বাড়বে।

দুর্যোগ ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এবাদুর রহমান চৌধুরী বলেন, দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার দেয়া প্রয়োজন। কিন্তু সরকারের একার পক্ষে এটা সম্ভব নয়। তিনি মুসলিম এইডের মতো বেসরকারী সংস্থাগুলোকে এ ধরনের সহযোগিতায় এগিয়ে আসায় ধন্যবাদ জানান।